তৃতীয় দার্‌স

الدرس الثالث

নামাযের সময়ঃ

أوقات الصلاة

*যোহরের সময় হলো, সূর্য ঢলে যাওয়ার (আকাশে ঠিক মাথার উপরে অবস্থিত বিন্দু থেকে যখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাবে) পর থেকে নিয়ে যখন কোন জিনিসের ছায়া তার সমান হয়ে যায়। অর্থাৎ, লম্বায়।

* আসরের সময় হলো, যখন কোন জিনিসের ছায়া তার সমান হয়ে যায়, তখন থেকে আরম্ভ হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

*মাগরিবের সময় হলো, সূর্যাস্ত থেকে শাফাক অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। আর শাফাক হলো, সূর্যাস্তের পর (পশ্চিম গগনে দৃশ্যমান) লালাকার রক্তিম আভা।

* ঈশার সময় হলো, উক্ত লালাকার আভা অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত।

* ফজরের সময় হলো, ফজর উদয় হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

যে স্থানগুলোতে নামায পড়া জায়েয নয়

১। **কবরসমূহঃ** কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ)) رواه الخمسة، وهو حديث صحيح

"গোসলখানা ও কবরস্থান ব্যতীত পুরো যমীনটাই মসজিদ।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, আহমদ। হাদীসটি সহীহ।) তবে জানাযার নামায কবরে পড়া জায়েয।

২। **কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া।** আবূ মারযাদ গানাবী-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)) رواه مسلم ٩٧٣

"কবরসমূহকে সম্মুখ করে নামায পড়ো না এবং তার উপর বসো না।" (মুসলিম ৯৭৩)

৩। **উটের খোঁয়ারঃ** যেখানে উট থাকে বা উটের আশ্রয়স্থল। অনুরূপ অপবিত্র স্থানসমুহেও নামায পড়া জায়েয নয়।